দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ FEB. 17 1999
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

45

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংস ঘটনার নেপথ্যে

হোসেন আল মামুন ॥ সহিংসতা রক্তপাত এবং প্রাণহানির ঘটনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে অক্টোপাসের মত আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। অহরহ ১৭৫ একরের এই ক্ষুদ্র ক্যাম্পাস রীতিমত রণক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। অভিভাবক মহলে প্রশ্ন উঠিয়াছে ইহা কী শিক্ষাঙ্গন নাকি রণাঙ্গন? শুধু গত বছরেই ৩টি ভয়াবহ বন্দুক যুদ্ধসহ ১০টি সন্ত্রাসী ঘটনায় দুইজন ছাত্র খুন এবং শতাধিক আহত হইয়াছে। অধিকাংশ সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়াছে ছাত্র শিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দায়িত্বশীল সূত্রের মতে, ক্যাম্পাস ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সহিংসতা বিস্তারের নেপথ্য কারণ পাঁচটি।

প্রথমতঃ আইনত নিষিদ্ধ এবং অনিয়ন্ত্রিত ছাত্র রাজনীতির বর্তমান নোংরা রূপই নাজুক পরিস্থিতির জন্য দায়ী। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ অনুসারে প্রণীত ষ্টাটিউট মোতাবেক ক্যাম্পাসে সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকান্ড (ছাত্র ও শিক্ষক) নিষিদ্ধ। তবে কর্তৃপক্ষের দুর্বলতার সুযোগে এখানে ছাত্র ও শিক্ষক উভয় ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারার রাজনৈতিক কর্মকান্ড বিস্তার লাভ করিয়া একপ্রকার নোংরা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আইনত নিষিদ্ধ থাকায় কর্তৃপক্ষ ছাত্র সংসদ প্রতিষ্ঠা কিংবা কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালার পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। ইহাতে মূলতঃ আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্র সংগঠনগুলি অহরহ সহিংসতায় লিপ্ত হইতেছে। তিন বছর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে মত দিলেও তাহা কার্যকর করা হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ ক্যাম্পাস ভিত্তিক শীর্ষ তিন ছাত্র সংগঠনের সহিত এলাকার চরমপন্থী দলসমূহের অতিমাত্রায় সংশ্রব এবং আগ্নেয়াস্ত্রের সহজলভ্যতা সহিংস তৎপরতাকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করিতেছে। সূত্র মতে, গত ৩/৪ বছর যাবৎ উক্ত ছাত্র সংগঠনগুলি চরমপন্থীদের নিকট হইতে সুলভে ভারী আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয় করিতেছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে চরমপন্থী গ্রুপগুলি সমর্থিত দলের হইয়া মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে সংঘর্ষে অংশ নিতেছে।

তৃতীয়তঃ একশ্রেণীর শিক্ষকের সহিত ছাত্র সংগঠনগুলি অনাকাঙ্ক্ষিত 'গিভ এন্ড টেক' ধরনের সম্পর্ক। অভিযোগ রহিয়াছে, শীর্ষ তিন ছাত্র সংগঠন তাহাদের সমর্থিত দলের শিক্ষক নেতাদের পরামর্শ মোতাবেক রাজনৈতিক কর্মসূচী প্রদান, প্রত্যাহার এমনকি সংঘর্ষ বাধাইয়া থাকে। এই সকল শিক্ষক প্রশাসন হইতে অবৈধ প্রমোশনসহ বিশেষ সুবিধাদি আদায়ে ছাত্র সংগঠনগুলিকে 'ব্যবহার' করিতেছেন বলিয়া সূত্র জানায়। প্রতিদানে ছাত্র নেতাদের কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা প্রশাসনের উপরে অবৈধ প্রভাব-হস্তক্ষেপ চাপ প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। ফলে অহরহ সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বাধাইয়া বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া সুবিধা আদায়ের ঘৃণ্য রাজনীতি চলিতেছে।

নাজুক পরিস্থিতির জন্য দায়ী চতুর্থ কারণ হইতেছে হাতেগোনা চিহ্নিত সন্ত্রাসী অস্ত্রধারী ছাত্র ক্যাডারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা। এযাবৎ সংঘটিত ৫টি হত্যাকান্ডের বিচার ও তদন্ত কাজ থামিয়া গিয়াছে। অধিকাংশ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ধামা-চাপা পড়িয়াছে। কখনো কাহারো বা কোন সংগঠনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হইলে 'অদৃশ্য হাতের' কারসাজিতে তাহাও বন্ধ হইয়া যায়। কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখিতে প্রায়শঃই বিভিন্ন মেয়াদে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিলেও নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ায় দ্বিগুণ উৎসাহে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চলে।

পঞ্চমতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশের একশ্রেণীর প্রভাবশালী মাতব্বর প্রকৃতির লোক এবং প্রতিটিতে সন্ত্রাসীরা প্রশাসন হইতে সুবিধা আদায়ের স্বার্থে ছাত্র নেতা ও ক্যাডারদের সহিত বিশেষ সখ্যতা গড়িয়া, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকাকালীন তাহাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া এবং নিয়মিত অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করিয়া যে কর্মকান্ড অব্যাহত রাখে তাহাও সহিংসতা বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলিতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য যে, 'ক্যাম্পাস হইতে সন্ত্রাস নির্মূলে পুলিশকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। নাজুক পরিস্থিতির জন্য প্রশাসন একা দায়ী নয়। পরিবেশ উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে ভূমিকা রাখিতে হইবে।' তবে এই গতানুগতিক বক্তব্য যে কোন কাজে আসিতেছে না, তাহা বর্তমান পরিস্থিতিই প্রমাণ করিতেছে।